কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার ◆ অষ্টম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৫

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ

বিশ্বব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক আলোচনার একটি অন্যতম বিষয় শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত গবেষক, প্রশিক্ষক এমন কি শিক্ষকরাও এ বিষয়ে নানা রকম মতামত দিয়েছেন। তুলে ধরেছেন শ্রেণিকক্ষের নানা রকম চিত্র। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, শিক্ষার পরিবেশ থাকবে একেবারেই উন্মুক্ত। মুক্ত ও স্বাধীনভাবে শিক্ষার্থীরা পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং নিজ উদ্যোগেই আয়ত্ত করবে শিক্ষার বিষয়গুলো। আবার অনেকেই বলেছেন, শিখন পরিবেশ হবে কাঠামোধীন এবং সুনির্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যেই শিক্ষার্থী গড়ে উঠবে যোগ্য নাগরিক হিসেবে। বস্তুত, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ কেমন হবে তা নির্ভর করে শিক্ষার বিষয়, পদ্ধতি, উপকরণ, শিক্ষকের মানসিকতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর। এক্ষেত্রে সমাজ ও দেশের সামর্থ্যের বড় রকমের প্রভাব রয়েছে। তবে সকলে এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, কেউ কাউকে শেখাতে পারে না, শিক্ষক পারেন শুধু শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে। শিশুদের শিখন কী রকম হবে তা নির্ভর করে পরিবেশের উপর।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ কী রকম হতে পারে

শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ সংগঠন মানে হলো বিদ্যমান সকল উপাদানের যথাযথ অবস্থান, ব্যবহার ও সংরক্ষণ এবং পরিকল্পিত পদ্ধতি বা কৌশলের যথাযথ প্রয়োগ। সাধারণ কথায় বলা যায়, শ্রেণিকক্ষে রয়েছে নানা উপকরণ ও দ্রব্যসামগ্রী। এসব উপকরণ বা দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহারের রয়েছে নানা পদ্ধতি। সুনির্দিষ্টভাবে পরিকল্পিত পদ্ধতি অনুসারে সকল উপকরণ যেমন- বইপত্র, ওয়ার্কশীট, বোর্ড, ডাস্টার, রুলার, জ্যামিতি বক্স ইত্যাদি এবং দ্রব্যসামগ্রী যেমন- ফার্নিচার, পানির পাত্র, বাস্কেট ইত্যাদি সবকিছুর যথাযথ ব্যবহার করার মাধ্যমেই রচিত হয় শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ।

শ্রেণিকক্ষে কী কী উপকরণ এবং দ্রব্যসামগ্রী থাকতে পারে

শ্রেণিকক্ষে কী কী উপকরণ ও দ্রব্যসামগ্রী থাকবে তাও নির্ভর করে শিক্ষা ব্যবস্থার ধরন, প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য বা নির্ধারিত পদ্ধতির উপর। তবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কতগুলো সাধারণ উপকরণ রয়েছে, যা সকল বিদ্যালয়েই সমানভাবে বিদ্যমান থাকে। যেমন- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই, খাতা, কলম বা পেনসিল, হাজিরাখাতা, চক-বোর্ড, গ্লোব, মানচিত্র ইত্যাদি।

শ্রেণিকক্ষের আর একটি আবশ্যকীয় উপাদান হলো পাঠ্যবিষয় ও পাঠ উপস্থাপনার পদ্ধতি। শ্রেণিকক্ষে এমন কিছু পূর্ব নির্ধারিত পদ্ধতি থাকা প্রয়োজন, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখস্থবিদ্যা পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ মুখস্থ করার প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করে শিক্ষার্থীদেরকে কর্মমুখর করে তোলে। পাঠভিত্তিক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার পরিবেশ তৈরির পরিকল্পনা শিক্ষককে আগেই করে নিতে হয়।

যে কোনো পদ্ধতি প্রয়োগ বা শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষক বিদ্যালয়ভিত্তিক প্রস্তুতকৃত কিছু স্থানীয় উপকরণও ব্যবহার করতে পারেন। যেমন- কাগজের তৈরি নৌকা, ফুল, কাঠি, মার্বেল, শিমের বিচি ইত্যাদি। এসব সহায়ক উপকরণও শ্রেণিকক্ষের যথাস্থানে সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন।

শ্রেণিকক্ষে আরও যা যা থাকতে হয়

- প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীদের বন্ধুর মতো। শিক্ষার্থীদের কাছে আপন হওয়ার জন্য, নিজেকে গ্রহণযোগ্য ও সহজ-সরল হিসেবে তুলে ধরার জন্য মাঝে মধ্যে *হাসি-তামাশা (Fun)* অনেক ক্ষেত্রেই ভাল ফল দেয়। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন আলাপ-চারিতার মতো করে কথাবার্তা বলবেন। শিক্ষার্থীরা যাতে নির্ভয়ে, মন খুলে শিক্ষকের সঙ্গে *কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা* করতে পারে সে ব্যবস্থা নিতে হবে।

- শিক্ষার্থীরা যাতে কোনো বিষয়ে *চিন্তা (Thinking)* করতে পারে সে ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য সম্পূরক প্রশ্ন করা যেতে পারে। যেমন : স্কুল মাঠটি নোংরা হলে কী ক্ষতি হয়? কিংবা দিন দিন পাখি কেন কমে যাচ্ছে? অথবা বায়ুদূষণের ক্ষতিকর দিকসমূহ কী কী? একই সঙ্গে কোনো বিষয়ে অনুমান করতে শেখাও শিক্ষার্থীদের জন্য জরুরি।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান দুটি উপাদান: শিক্ষার্থী ও শিক্ষক

অন্য কোনো উপাদান না থাকলেও শুধুমাত্র শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তঃকর্মতৎপরতা (Interaction)-এর মাধ্যমেও শিক্ষার কিছু কিছু লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। যেমন- সক্রেটিস তার ভাব-শিষ্যদের শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো উপকরণ ব্যবহার করেননি। তাই অনেকেই বলে থাকেন প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম দুটি উপাদান হচ্ছে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের ধরন

সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যমান নানা অবস্থা ও অবস্থান থেকে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসে। ফলে তাদের মন-মানসিকতা, ধারণ ক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা, আচার-আচরণ ইত্যাদি থাকে নানা রকম। এছাড়াও বিদ্যালয়ে থাকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী। তাদের বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন। আদিবাসী শিশুদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। মেয়ে শিক্ষার্থীদেরও বিশেষ কোনো চাহিদা থাকতে পারে। সকল ধরনের অবস্থা বিবেচনা করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করাই শিক্ষকের কাজ। এ জন্যই শিক্ষককে নিশ্চিত করতে হয় নানা উপকরণ, নানা পদ্ধতি ও নানা কর্মকৌশলের ব্যবহার। কারণ, সব শিক্ষার্থী একই উপায়ে শিখে না।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের আচরণ

শ্রেণিকক্ষে শিখন সহায়ক পরিবেশ সংগঠনের প্রধান নিয়ামক হচ্ছেন শিক্ষক। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকের সম্পর্ক, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর চাহিদা ও সামর্থ্য সম্পর্কে জানা, তাদের সকলকে একজন সফল শিক্ষার্থী হতে অনুপ্রেরণা দেওয়া এবং তাদের যোগ্যতা উন্নয়নের মানসিকতা থাকা শিক্ষকের জন্য খুবই জরুরি। যে শিক্ষক খুবই ফলপ্রসূভাবে পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করেন, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবি বা অন্যান্য কাজ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন, কথা বলার সময় শিক্ষার্থীদের কাছে দাঁড়ান, শিক্ষার্থীদের আদর-স্নেহ করেন তিনিই তাদের কাছে আদর্শ শিক্ষক। তিনিই যোগ্য শিক্ষক, যিনি শিক্ষার্থীদের সমস্যা অনুধাবন করে সমস্যা সমাধানে ব্যক্তিগতভাবে সহায়তা দেন, দলীয় কাজ বা রোল প্লে'র মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করেন। যিনি সব সময় নমনীয় ও হাসি-খুশি থাকেন এবং বিশ্বাস করেন যে, সব শিক্ষার্থীই সমান, সুযোগ পেলে তারাও অন্যদের মতো ভাল করতে পারে তিনিই ভালো শিক্ষক।

তদুপরি, শিক্ষকের নিচে বর্ণিত আচরণ বা গুণাবলীসমূহ শ্রেণিকক্ষের শিখন পরিবেশকে উন্নত করতে পারে, যা শিক্ষার্থীদের সাফল্য অর্জনে সহায়ক হতে পারে।

- শিক্ষক হবেন প্রতিটি শিক্ষার্থীর সকল প্রশ্নের উত্তরদাতা বা সমস্যা সমাধানকারী। তিনি হবেন -
  - ধৈর্যশীল, সকল পরিস্থিতিতে সাবলীল,
  - প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে সক্ষম,
  - আদিবাসী শিশুদের ভাষার চাহিদা বুঝতে সক্ষম,
  - নতুন নতুন শিখন পদ্ধতি অনুসরণকারী ও উদ্ভাবক,
  - শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় কেন্দ্রিক ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানে তৎপর,
  - নারী-পুরুষ সম্পর্কে সংবেদনশীল।
- শিক্ষক যতটুকু সম্ভব শিক্ষার্থীদের কাছাকাছি অবস্থান করবেন। তিনি -
  - সকল শিক্ষার্থীকে নাম ধরে ডাকবেন,
  - সকল শিক্ষার্থীর খাতা ও কাজ দেখবেন ও প্রশংসা করবেন,
  - কাউকে কটাক্ষ, তিরস্কার করে কথা বলবেন না,
  - কারো পরিবারের অবস্থা নিয়ে ব্যঙ্গোক্তি করবেন না,
  - সকলের কাছেই হতে চাইবেন প্রিয় ও আদর্শ শিক্ষক।

শ্রেণিকক্ষের সাজসজ্জা কেমন হতে পারে

শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে দেয়ালে টানানো থাকবে নানা রকমের চার্ট, পোস্টার, ছবি ইত্যাদি। শ্রেণিতে শিখন উপযোগী এসব পোস্টার দেখে শিক্ষার্থীরা নিজে নিজেই অনেক কিছু শিখে নেবে। পাঠভিত্তিক পোস্টার বা চার্টও থাকতে পারে। তবে সেগুলো থাকবে সাময়িকভাবে। এছাড়া থাকবে শিক্ষার্থীদের কাজের ডিসপ্লে। এগুলো কিছুদিন পরপর পরিবর্তন করে নতুন কিছু সংযোজন করতে হবে। দেয়ালে ফ্রেম তৈরি করে বা অস্থায়ী আঠা দিয়ে অথবা সুতলি দিয়ে এসব কিছু ঝুলিয়ে রাখা যায়। টিন বা বেড়ার ঘরেও এসব সাজসজ্জা করা যেতে পারে।

শ্রেণিকক্ষে শিখন উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি শিক্ষকের অন্যতম দায়িত্ব। এজন্য তাকে আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে এবং তৈরি করতে হবে নানা উপকরণ। এসব উপকরণ ও পদ্ধতির ব্যবহার নিশ্চিত করাও শিক্ষকের কাজ।

এ লেখা থেকে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ বিষয়ক কিছু ধারণা হয়ত পাওয়া যাবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা এবং যথাযথ দক্ষতা অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা দরকার। 'ডিপ-ইন এড.' ছাড়াও জিএসএস, ব্র্যাক, গণসাক্ষরতা অভিযান-সহ অনেক এনজিও এসব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত সময়ের প্রশিক্ষণ আয়োজন করে। শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই এসব প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পারেন।

তপন কুমার দাশ

সিটিজেন চার্টার বিষয়ক মতবিনিময় সভা: সেবাগ্রহীতা ও সেবা প্রদানকারীর করণীয় চিহ্নিত

৯ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ ও মেলান্দহ উপজেলার সিধুলী ও জোড়খালী এবং ঘোষেরপাড়া ও ফুলকোচা ইউনিয়নে সিটিজেন চার্টার বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন সিধুলী ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি আলহাজ্ব সামস্ উদ্দিন আহম্মেদ। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাদারগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ড. কামরুজ্জামান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জুয়েল আশরাফ। এতে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসি'র সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ প্রায় ৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সিটিজেন চার্টার-এ লিপিবদ্ধ সরকার প্রদেয় সেবাসমূহ, সেবাপ্রাপ্তির জন্য সেবাগ্রহীতা ও সেবা প্রদানকারীর করণীয় বিষয় চিহ্নিত হয় এবং সিটিজেন চার্টারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দৃশ্যমান জায়গায় প্রদর্শনের সুপারিশ করা হয়।

ফুলকোচা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান

ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক পরিকল্পনা সভা: বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নে সকলে অঙ্গীকারবদ্ধ

১২ ও ১৩ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে ঘোষেরপাড়া ও ফুলকোচা ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ দুটি সভায় সভাপতিত্ব করেন এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি নাসির উদ্দিন আহম্মেদ ও এ. টি. এম. মতলুব হোসেন বাবু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ দুটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান ও মিন্নাতুল বারী সোহেল। প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, এসএমসি'র সদস্যবৃন্দ, ওয়াচ গ্রুপের সদস্যসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় চলমান কাজের পর্যালোচনাসহ বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধানের উপায় নিরপণ করা এবং আগামী বছরের জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সভায় উপস্থিত সকলে নিজ নিজ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়ন, শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং ঝরেপড়া রোধে যথাযথ দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকার করেন।

আব্দুল হাই

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহ: আমাদের করণীয় শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে বক্তব্য দেন হবিগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ আবদুর রউফ

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহ : আমাদের করণীয় শিশুদের বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে

২-৩ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড-এর যৌথ উদ্যোগে 'শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহ : আমাদের করণীয়' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন হবিগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ আবদুর রউফ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন পিটিআই'র সুপারিনটেনডেন্ট মোঃ নজরুল ইসলাম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ সাজ্জাদ হোসেন। এই কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে সহায়তা করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক জামিল মুস্তাক। এই কর্মশালায় তেঘরিয়া ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, এসএমসি ও পিটিএ সভাপতি এবং তেঘরিয়া ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি বলেন, আমাদের শিশুদের বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা থেকে অধিক হারে শিক্ষার্থী ঝরেপড়ার একমাত্র কারণ প্রাথমিক শিক্ষা মানসম্মত নয়।

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে মতবিনিময় সভা: শিক্ষার উন্নয়নে অবদান রাখার অঙ্গীকার

১৪ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড-এর যৌথ উদ্যোগে নিজামপুর ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই মতবিনিময় সভায় নিজামপুরের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে জনঅংশগ্রহণের ধারণা, কৌশল ও বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা চিহ্নিতকরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সেই সাথে জনঅংশগ্রহণের অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়। মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারী সকলে নিজামপুরের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ, শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মান উন্নয়ন, শ্রেণিকক্ষে আনন্দদায়ক পরিবেশ উন্নয়ন, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। উক্ত মতবিনিময় সভায় নিজামপুর ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, এসএমসি সভাপতি, ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য ও নিজামপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন।

জাফর ইকবাল চৌধুরী

কেমন বই চাই ক্যাম্পেইন : মতামতসমূহ নীতি নির্ধারক পর্যায়ে পৌঁছানোর দাবি

৯ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও এনডিপি'র যৌথ উদ্যোগে সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার কোনাবাড়ি ইসহাক উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মতামত সংগ্রহের লক্ষ্যে বিদ্যালয়ভিত্তিক প্রচারাভিযান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোঃ বিল্লাল হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঝাঐল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল সরকার। এছাড়া কোনাবাড়ি ইছহাক উচ্চ বিদ্যালয় ও কোনাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষকমণ্ডলী, এসএমসি-পিটিএ'র সদস্য, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, অভিভাবক, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গসহ প্রায় ছয়শ' জন অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই সংশোধন ও পরিমার্জনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে এসব মতামতসমূহ নীতি নির্ধারক পর্যায়ে পৌঁনোর দাবি উত্থাপন করে।

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার পাঙ্গাসী ইউনিয়নের শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মতবিনিময় সভা

কমিউনিটি নিরীক্ষা বিষয়ক মতবিনিময়: ইস্যুভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা প্রণীত

গণসাক্ষরতা অভিযান ও এনডিপি'র যৌথ উদ্যোগে ১৯ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার ভদ্রঘাট এবং ২০ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে রায়গঞ্জ উপজেলার ধানগড়া ইউনিয়নে কমিউনিটি নিরীক্ষা বাস্তবায়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অত্র ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যানগণ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় প্রতি ইউনিয়ন থেকে ৫টি করে বিদ্যালয় এবং প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে শিক্ষক, এসএমসি সদস্য, স্লিপ সদস্য, অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। কমিউনিটি নিরীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কে কী দায়িত্ব পালন করবে এবং এসএমসি-পিটিএ-স্লিপ কমিটির গঠন ও দায়িত্ব বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় হয়। কমিউনিটি নিরীক্ষা বাস্তবায়নে বিদ্যালয়ে কোন কোন ইস্যুর ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে সে বিষয়ে দলীয়ভাবে পরিকল্পনা প্রণীত হয়।

আরিফুল ইসলাম

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সকলকে দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান

১০ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ভোলায় প্রাথমিক শিক্ষার মান-উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের নিয়ে দিনব্যাপী ক্যাম্পেইন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মো: অলিউল্যাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ভোলা পিটিআই-এর সুপারিনটেনডেন্ট শিরিন শবনম। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো: শাহে আলম, উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা মো: তৌহিদুল ইসলাম, গণসাক্ষরতা অভিযান-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার ড. মোস্তাফিজুর রহমান। এ সভায় জেলা সদরের ৪৫ জন শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও সাংবাদিকগণ অংশগ্রহণ করেন। বক্তাগণ শিক্ষার মান উন্নয়নে ও শিশুদের স্কুলমুখী করতে শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও অভিভাবকদের আরো দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানান এবং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সাথে মার্জিত ব্যবহার ও উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। একই সাথে শিশুদের নিয়মিত স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে শিক্ষক-অভিভাবকদের সমন্বয় সভা করার পরামর্শ দেন।

ভোলার লালমোহন উপজেলার ধলীগৌড়নগর ইউনিয়নে আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণরত শিক্ষার্থী

ভোলার চরসামাইয়া ইউনিয়নের প্রায় চারশ' জন শিক্ষার্থী অংশ নিল খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে

২৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ভোলার সদর উপজেলার চরসামাইয়া ইউনিয়নে বিদ্যালয়ভিত্তিক খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। ইউনিয়ন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি বজলুর রহমান মাস্টারের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি আবুল বাশার, শান্তির হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সোজিয়া আফরিন, চরনোয়াবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. তরিকুল ইসলাম, সাহেবের চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোসাম্মৎ আমেনা বেগম, খেয়াঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোঃ মোশারেফ হোসেন। খেলায় ২২টি ইভেন্টে ১৭টি স্কুলের প্রায় চারশ' জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। খেলাধুলার মধ্যে ছিল দৌড়, ব্যাঙলাফ, চকলেট দৌড়, মোরগলড়াই, বলনিক্ষেপ, গুপ্তধন উদ্ধার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি। খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন ওয়াচ কমিটির সভাপতি বজলুর রহমান মাস্টার।

হারুন উর রশীদ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর 'তথ্যচিত্র' প্রদর্শন: শিক্ষক ও এসএমসি সদস্যগণ অনুপ্রাণিত

৩০ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক-এর যৌথ উদ্যোগে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বালক বিদ্যালয় চত্বরে সরকারি আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর নির্মিত তথ্যচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের এসএমসি সভাপতি মোঃ আব্দুর রশিদের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য মোঃ মোশারেফ হোসেন, এ. বি. এম. একরামুল হক, দারিয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বালক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ গোলাম নবী, দারিয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আফতাব উদ্দিন ও সমাজসেবক মোঃ আব্দুল লতিফ। উপস্থিত শিক্ষক ও এসএমসি সদস্যগণ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের উপর নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তারা বলেন, এ ধরনের বিদ্যালয় একটি স্বপ্নের বিদ্যালয়। আমরা যদি কমিউনিটিকে সাথে নিয়ে কাজ করি তাহলে এ ধরনের আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। বক্তাগণ আদর্শ বিদ্যালয় নির্মাণে এখন থেকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

আমঝুপি ইউনিয়নে আয়োজিত তথ্যচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

সিটিজেন চার্টার বিষয়ক অবহিতকরণ সভা: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমন্বয় সৃষ্টির প্রত্যাশা

১৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক-এর যৌথ উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সিটিজেন চার্টার বিষয়ক অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি অধ্যাপক সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এস. এম. তৌফিকুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি রফিক উল আলম ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ আনোয়ার হোসেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন আমঝুপি সরকারি প্রাথমিক বালক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ জাহিদুল ইসলাম, দফরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাদ আহাম্মদ, গন্ধরাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ কিতাব আলী। এ সভায় আমঝুপি ইউনিয়নের সকল বিদ্যালয়ে সিটিজেন চার্টার টানানো হবে বলে সকলে একমত পোষণ করেন। একই সাথে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার পাশাপাশি সেবাদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি হবে বলে সকলে মতামত ব্যক্ত করেন। এ সভায় আমঝুপি ইউনিয়নের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, এসএমসি সদস্যসহ জনপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সাদ আহাম্মদ, লাবনী খাতুন

ফুলছড়ি সদর ইউনিয়নে কমিউনিটি নিরীক্ষা বাস্তবায়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভা

গজারিয়া ও ফুলছড়ি ইউনিয়নে কমিউনিটি নিরীক্ষা বাস্তবায়ন বিষয়ক পরিকল্পনা গৃহীত

গণসাক্ষরতা অভিযান ও উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ২৩ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে ফুলছড়ি উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নে এবং ২৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে ফুলছড়ি সদর ইউনিয়নের কমিউনিটি নিরীক্ষা বাস্তবায়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। গজারিয়া ইউনিয়নে মোঃ সাজু মিয়ার সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গজারিয়া ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সার্বিক চিত্র তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন আঙ্গারিদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ সবুজ পাঠান, ঝানঝাইর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশীষ কুমার এবং ফুলছড়ি ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্র তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন ফুলছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোফাজ্জল হোসেন, পারুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার ঘোষ, এসএমসি'র সভাপতি আবু বক্কর ছিদ্দিক। উভয় সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন সাঘাটা ইউআরসি'র ইনস্ট্রাক্টর আব্দুল বাকী সরকার। সভায় এসএমসি, পিটিএ এবং স্লিপ কমিটি গঠন প্রক্রিয়া ও তাদের দায়িত্ব বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয়। মতবিনিময় সভায় প্রতিটি ইউনিয়নের পাঁচটি করে বিদ্যালয় থেকে শিক্ষক, এসএমসি সদস্য, স্লিপ সদস্য, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় সভায় গজারিয়া ও ফুলছড়ি ইউনিয়নের বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি নিরীক্ষা বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

গাইবান্ধায় ভিডিও চিত্র প্রদর্শন : আদর্শ বিদ্যালয় গড়ে তোলার প্রত্যাশা

গণসাক্ষরতা অভিযান ও উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন ও জন সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর নির্মিত ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। ২৭ ডিসেম্বর ২০১৪ গজারিয়া ইউনিয়নে, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৪ ফুলছড়ি ইউনিয়নে, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৪ মুক্তিনগর ইউনিয়নে এবং ৩০ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে সাঘাটা ইউনিয়নে এই ভিডিও চিত্র প্রদর্শিত হয়। ভিডিও চিত্র প্রদর্শনের উদ্দেশ্য হলো মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মানসম্মত শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের ধারণা উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে অনুপ্রাণিত করা। ভিডিও চিত্র দেখে সংশ্লিষ্ট সকলে মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুসরণীয় পদ্ধতিসমূহ নিজ নিজ বিদ্যালয়ে প্রয়োগ এবং এ ৪টি ইউনিয়নের প্রতিটি বিদ্যালয়কে আদর্শ বিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

আনছারুজ্জামান

বিরিশিরি ইউনিয়নে বিদ্যালয়ভিত্তিক খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : সংশ্লিষ্টদের সচেতনতা বৃদ্ধি

গণসাক্ষরতা অভিযান ও সেরা'র যৌথ উদ্যোগে ১৬ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে নেত্রকোণার দুর্গাপুর উপজেলার বিরিশিরি ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হয় বিদ্যালয়ভিত্তিক খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিরিশিরি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম রুহু। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দুর্গাপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিনয় চন্দ্র শর্মা। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এসএমসি-পিটিএ সদস্য, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। ইউনিয়নের সাতটি বিদ্যালয় থেকে প্রায় ১৫০ জন শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। বিভিন্ন ইভেন্টের মধ্যে ছিল মোরগলড়াই, বল নিক্ষেপ, গুপ্তধন উদ্ধার, ব্যাঙলাফ, চেয়ারদখল, বিস্কুটদৌড়, যেমন খুশি তেমন সাজ ইত্যাদি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা একক ও দলীয়ভাবে গান, নৃত্য, আবৃত্তি, কৌতুক, অভিনয় পরিবেশন করে। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। এ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখে শিক্ষক, এসএমসি, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্য এবং অভিভাবকদের মধ্যে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে।

নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুরে সামাজিক নিরীক্ষা বিষয়ক মতবিনিময় সভা

পূর্বধলায় মতবিনিময় সভা: সিটিজেন চার্টার লিফলেট আকারে বিতরণের দাবি

১৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও সেরা'র যৌথ উদ্যোগে পূর্বধলা প্রেসক্লাব হলরুমে অনুষ্ঠিত হলো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সিটিজেন চার্টার বিষয়ক অবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভা। এ মতবিনিময় সভায় সিটিজেন চার্টার উপস্থাপনা এবং এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেন উপজেলার নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ শিক্ষক জাকির আহমেদ খান কামাল, প্রধান শিক্ষক, কালডোয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এরপর উন্মুক্ত আলোচনায় মতামত ব্যক্ত করেন পূর্বধলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য ও সভাপতি, প্রেস ক্লাবের সভাপতিসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। কর্ম এলাকার শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও স্থানীয় জনসাধারণ প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সিটিজেন চার্টার ঝুলিয়ে রাখার পাশাপাশি লিফলেট আকারে বাড়ি বাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করার দাবি জানান। প্রতিটি স্কুলে সিটিজেন চার্টার বিষয়ক অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা প্রয়োজন বলে তারা মনে করেন। এর ফলে সেবাপ্রদান ও সেবাগ্রহণ কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ সহজতর হবে বলে সবাই আশা প্রকাশ করেন।

এস. এম. মজিবুর রহমান

শরাফপুর ইউনিয়নের বৃত্তিবিরালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মা সমাবেশে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

বৃত্তিবিরালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতকরণের আহ্বান

১৩ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে শরাফপুর ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন ও অভিভাবকদের সচেতনতার লক্ষ্যে শরাফপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ বৃত্তিবিরালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশের আয়োজন করে। বৃত্তিবিরালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি'র সভাপতি কুমারেশ চন্দ্র বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠান শুরু হয়। সভায় বক্তৃতা করেন বৃত্তিবিরালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষিকা মিতালী রানী দাশ, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি এস. এম. আবুল কাশেম, ওয়াচ গ্রুপের সদস্য জাহাতাব উদ্দিন গোলদার, আবুল কালাম মোল্লা, শ্রাবন্তী মন্ডল প্রমুখ। সভায় বক্তারা ঝরেপড়া রোধ, ভর্তি নিশ্চিতকরণ, বাল্যবিবাহ রোধ, অনিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে মায়েদের ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করেন। অভিভাবকগণ শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি ও বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতকরণের আহ্বান জানান।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত প্রচারণা: জনমনে উদ্দীপনা সৃষ্টি

গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে খুলনা জেলার ৪টি ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য প্রচারাভিযান চালানো হয়। এ লক্ষ্যে ২০-২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত শরাফপুর ইউনিয়নে, ২০-২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাহস ইউনিয়নে, ২৪-২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমিরপুর ইউনিয়নে এবং ২৩-২৯ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে মাইকিং করা হয়। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে এ প্রচারণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। প্রতিটি ইউনিয়নের প্রচারণা কার্যক্রমের উদ্বোধনী পর্বে ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। ২৫ ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে ১৫ জানুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত কেবল লাইন খুলনা ভিশন-এ শিক্ষা বিষয়ক টিভি স্পট সম্প্রচার করা হয়। টিভি স্পটে শিশুদের স্কুলে ভর্তির জন্য উৎসাহিত করা হয়। এটি সাহস, শরাফপুর, আমিরপুর ও বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের গ্রাহকদের দেখার সুযোগ ঘটে। এ প্রচারণার কারণে শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি বিষয়ে এলাকার জনমনে ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে এ চারটি ইউনিয়নে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত হবে বলে আশা করা যায়।

বনশ্রী ভান্ডারী

হবিগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ আবদুর রউফ বাগান তৈরির জন্য প্রধান শিক্ষক ফেরদৌস আরা চৌধুরীর হাতে অনুদান তুলে দেন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নে স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগ

হবিগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ আবদুর রউফ বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে বাগান তৈরির জন্য ব্যক্তিগত খাত থেকে দুই হাজার টাকা অনুদান দিয়েছেন। এসেড হবিগঞ্জ ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথ উদ্যোগে নিজামপুর ইউনিয়নের পাইকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসন' বিষয়ক রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হবিগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ আবদুর রউফ। তিনি এই বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি ফুলের বাগান গড়ে তোলার জন্য প্রধান শিক্ষক ফেরদৌস আরা চৌধুরীর হাতে ব্যক্তিগত খাত থেকে দুই হাজার টাকা তুলে দেন। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, আমাদের বিদ্যালয়সমূহ শিশুদের খুব বেশি আকর্ষণ করে না। তাই বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি তুলনামূলক কম থাকে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ আকর্ষণীয় করতে ফুলের বাগানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রতিটি বিদ্যালয়ে ফুলের বাগান গড়ে তোলা উচিত।

গোপায়া ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে চৌধুরী মিছবাহুল বারী লিটন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের হাতে কম্পিউটার তুলে দেন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে গোপায়া ইউনিয়ন পরিষদের অনুদান

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হবিগঞ্জ জেলার চারটি ইউনিয়নে গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড-এর যৌথ উদ্যোগে 'কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ' কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই চারটি ইউনিয়নের মধ্যে গোপায়া অন্যতম। এই ইউনিয়নের 'এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ' তাদের কার্যক্রমে ইউনিয়নের সকল অংশীজনদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলে। এসব কাজে উদ্যোগী ভূমিকা রাখছেন গোপায়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান চৌধুরী মিছবাহুল বারী লিটন। তাঁর নেতৃত্বে ইউনিয়ন পরিষদ নিজস্ব তহবিল থেকে ইউনিয়নের ১১টি বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিক পাখা কেনার জন্য ৮০ হাজার ৮০৬ টাকা বরাদ্দ প্রদান, শিশু পরিবার সংলগ্ন বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক উপকরণ সংগ্রহের জন্য ৩০ হাজার টাকা, ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডেস্কটপ কম্পিউটার, ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নির্মাণ এবং ইউনিয়নের অন্তর্গত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে খাতা-কলম বিতরণ করা হয়। এছাড়াও চেয়ারম্যানের বিশেষ উদ্যোগে ইউনিয়নের প্রতিটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটি ক্লাসের প্রথম স্থান অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক এক হাজার টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

জাফর ইকবাল চৌধুরী

রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়: প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় এবার শতভাগ পাশ

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নে স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে ১৯৭০ সালে রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রতি বছরই এ বিদ্যালয় থেকে প্রায় ৪০-৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিলেও পাশের হার কোনো বছর শতভাগে পৌঁছাতে পারেনি। এবারই প্রথম প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের শতভাগ পাস করল। বর্তমানে এ বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৬১ জন এবং ৬ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন।

২০১৩ সালে এই বিদ্যালয় থেকে ৪১ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ২৯ জন ছাত্র-ছাত্রী পাশ করলেও অবশিষ্ট শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়। বিষয়টি মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক ও মোনাখালী কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের দৃষ্টিগোচর হয়। ওয়াচ গ্রুপ ও মউক সম্মিলিতভাবে বিদ্যালয়ের এ ধরনের ফলাফল পর্যালোচনা করে এসএমসি, অভিভাবক, অকৃতকার্য শিক্ষার্থী, স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে পৃথক পৃথক সভা করে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনার মধ্যে ছিল অকৃতকার্য শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সাথে পৃথক সভা করে শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কোচিংয়ের ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষকদের আন্তরিকতা বৃদ্ধিতে নিয়মিত যোগাযোগ ও পর্যবেক্ষণ করা হয়।

এসব উদ্যোগের ফলে ২০১৪ সালে ৩৭ জন পরীক্ষার্থী সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৪ জন A+ সহ সকলেই সাফল্যের সাথে পাশ করেছে। এর পিছনে উপজেলা শিক্ষা প্রশাসন, মোনাখালী কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, এসএমসি, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অভিভাবকদের সার্বিক সহায়তা থাকায় বিদ্যালয়ে এ সাফল্যে এসেছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এভাবে সকল বিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ততা বাড়ালে বিদ্যালয় পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

সাদ আহমেদ

শিক্ষা ও প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক জনতার সংলাপে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য দেন জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পীকার এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি

প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণে ‘শিক্ষা ও প্রতিবন্ধিতা’ বিষয়ক জনতার সংলাপে জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পীকার এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়া

৬ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর যৌথ আয়োজনে উদয়ন চত্বরে গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এ. এইচ. এম. গোলাম শহীদ রনজুর সভাপতিত্বে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণে শিক্ষা ও প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক জনতার সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সংলাপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পীকার এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন গাইবান্ধার জেলা প্রশাসক এহছানে এলাহী, সাঘাটা উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল আউয়াল, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এ. কে. এম. আমিরুল ইসলাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিডিডি’র নির্বাহী পরিচালক এ. এইচ. এম. নোমান খান, গণসাক্ষরতা অভিযান-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার ড. মোস্তাফিজুর রহমান, মুক্তিনগর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মঈন প্রধান লাবু, ফুলছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান এম. এ. সবুর সরকার প্রমুখ। সংলাপে বক্তাগণ প্রতিটি ইউনিয়নে প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি করে স্কুল স্থাপনের দাবি জানান। প্রধান অতিথি বলেন, সরকার আগামী বাজেটে শিক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর আওতায় প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সমন্বিত শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এ বছর সরকার দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য বিনামূল্যে ব্রেইল বই বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অনুষ্ঠানে বাশহাটা গ্রামের মাতা-পিতা হারা মুনমুন নামের চতুর্থ শ্রেণির এক প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব নেন মাননীয় ডেপুটি স্পীকার এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়া।

আনছারুজ্জামান

শরাফপুর ইউনিয়নে বিদ্যালয়ভিত্তিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ

বিদ্যালয়ভিত্তিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্যাম্পেইনে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ

গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশন-এর যৌথ উদ্যোগে ১৭ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার শরাফপুর ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হয় বিদ্যালয়ভিত্তিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্যাম্পেইন। এ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শরাফপুর ইউপি চেয়ারম্যান শেখ রবিউল ইসলাম রবি, আশ্রয় ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মমতাজ খাতুন, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোজাফ্ফর হোসেন শেখ, সহ-সভাপতি এস. এম. আবুল কাশেম, ইউনিয়নের বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকবৃন্দ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি এস. এম. আবুল কাশেম। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ১৫টি ইভেন্টে ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় দুইশত জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ এবং অংশগ্রহণকারী প্রতিটি স্কুলকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। কমিউনিটির পক্ষ থেকে এ ধরনের অনুষ্ঠান নিয়মিত আয়োজনের অনুরোধ জানানো হয়।

বনশ্রী ভান্ডারী

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার ‘প্রয়াস’ নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকাটির মান উন্নয়নে মতামত প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে যে কোনো ধরনের মতামত গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ডিএফআইডি-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-২, ৮১৪২০২৪-৫, ৯১৩০৪২৭
ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২, ৫৮১৫৭৯৭১
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org